ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

করোনা সংকট মোকাবেলায় সাড়াদানকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহের ভূমিকা: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাখিদার, মো. শহিদুল ইসলাম, মো. শাহ্নূর রহমান

১৩ জানুয়ারি ২০২২

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- কোভিড-১৯ অতিমারী বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মত বাংলাদেশের বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা এবং সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে এক অভূতপূর্ব সংকটে ফেলে
- করোনাকালে বিভিন্ন মেয়াদে আরোপিত সাধারণ ছুটি ও লকডাউনের কারণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা, ক্ষুদ্রঋণ কর্মকাণ্ড, সাধারণ কর্মজীবী ও খেটে খাওয়া মানুষের কর্মসংস্থানসহ সার্বিকভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা স্থবির ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন ছিল
  - করোনাকালীন প্রথম এক বছরে দেশের প্রায় ১৫ শতাংশ মানুষের জীবনমান নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমেছে
  - ঝুঁকিগ্রস্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন অতি দরিদ্র, প্রতিবন্ধী, নারী, উদ্বাস্তু, বস্তি ও দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের ক্ষেত্রে করোনার নেতিবাচক প্রভাব ছিল বেশি
- বিগত সময়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ও মানবিক সহায়তায় বেসরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ অনুসারে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে দুর্যোগ মোকাবেলা ও প্রস্তুতিতে সরকারের সহায়ক শক্তি বা অংশীজন হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও করোনা সংকটের প্রাথমিক পর্যায়ে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সরকারি নীতিকৌশল ও কর্মপন্থার সাথে যুক্ত না করার অভিযোগ

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- অন্যান্য জরুরি পরিস্থিতির মত করোনা সংকট মোকাবেলায় বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার নানাবিধ উদ্যোগ ও কার্যক্রম পরিলক্ষিত
- অপরদিকে এই সংকটকালে বেসরকারি সংস্থাসমূহের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন সমালোচনামূলক মতামত ও অভিযোগ (যেমন, এনজিওদের নিষ্ক্রিয়তা, ক্ষুদ্রঋণের কিস্তি আদায়ে তাগাদা ইত্যাদি) গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়
- করোনা সংকট মোকাবেলায় বিভিন্ন খাত ও ইস্যুভিত্তিক গবেষণা পরিচালিত হলেও সুনির্দিষ্টভাবে বেসরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে গবেষণার অপ্রতুলতা
- এ প্রেক্ষিতে করোনা সংকট মোকাবেলায় বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ ও অবদানের ব্যাপ্তি এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ ও শুদ্ধাচার চর্চা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে টিআইবি এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে

গবেষণার উদ্দেশ্য

সার্বিক উদ্দেশ্য

- করোনা সংকট মোকাবেলায় সাড়াদানকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহেরর ভূমিকা ও চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- করোনা সংকট মোকাবেলায় সাড়াদানকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহের উদ্যোগ পর্যালোচনা করা
- করোনা সংকট মোকাবেলায় সাড়াদানকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহের কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা
- করোনা সংকট মোকাবেলায় সাড়াদানকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে শুদ্ধাচার পর্যালোচনা করা
- গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে করণীয় নির্ধারণে সুপারিশ প্রদান করা

গবেষণার পরিধি ও সময়কাল

- এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, সমাজসেবা অধিদপ্তর, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) ও সরকারের অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক নিবন্ধিত করোনা সংকট মোকাবেলায় সাড়াদানকারী বেসরকারি সংস্থা এই গবেষণার আওতাভুক্ত
- ব্যক্তি মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান করোনা সংকট মোকাবেলায় বিভিন্ন উদ্যোগ নিলেও এই গবেষণার আওতাভুক্ত নয়
- সংস্থাগুলোর সাড়া প্রদানের ধরন ও কাজের ব্যাপ্তি এবং কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ
- সহযোগী অংশীজন হিসেবে সরকারের করোনাকালীন বিভিন্ন কর্মসূচিতে অবদ
- করোনা সংকটকালে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার উপকারভোগীদের অভিজ্ঞতা
- কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়
- করোনা সংকট মোকাবেলায় বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে শুদ্ধাচার চর্চা
- তদারকি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা
- ২০২০ সালের জুলাই থেকে ২০২১ সালের ডিসেম্বর সময়ে গবেষণার কার্যক্রম সম্পন্ন

জরিপ	তথ্য সংগ্রহের সময়
উপকারভোগী জরিপ	১-১০ ডিসেম্বর ২০২০
বেসরকারি সংস্থা জরিপ	২৫ নভেম্বর - ৩১ ডিসেম্বর ২০২০

বিশ্লেষণ কাঠামো

শুদ্ধাচার নির্দেশক	অন্তর্ভুক্ত বিষয়/ পরিমাপক
স্বচ্ছতা	উপকারভোগী নির্বাচন ও তালিকা প্রণয়ন, সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান ও ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্যের উন্মুক্ততা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ
জবাবদিহিতা	তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা বেসরকারি সংস্থা ও তদারকি প্রতিষ্ঠানসমূহের অভিযোগ ও সংক্ষুব্ধি ব্যবস্থাপনা
অংশগ্রহণ ও সমন্বয়	বিভিন্ন সাড়া প্রদানকারী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে (আর্থিক সহায়তা প্রদান, সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান ও ত্রাণ বিতরণ) সমন্বয়
দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ	উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়ন, ত্রাণ ও নগদ অর্থ বিতরণ

গবেষণা পদ্ধতি

- মিশ্র (গুণবাচক ও পরিমাণবাচক) পদ্ধতির গবেষণা
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	টুলস	তথ্যদাতার ধরন
প্রত্যক্ষ তথ্য	জরিপ (অনলাইন ও টেলিফোন)	প্রশ্নপত্র	• নির্বাচিত বেসরকারি সংস্থার প্রধান নির্বাহী বা সংশ্লিষ্ট অন্য কর্মকর্তা • উপকারভোগী
	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	চেকলিস্ট	• এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, এনজিও কর্মী, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
পরোক্ষ তথ্য	প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন ও গবেষণা নিবন্ধ, গবেষণাভুক্ত সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা		

গবেষণা পদ্ধতি ...

বেসরকারি সংস্থার নমুনায়ন

- বেসরকারি সংস্থা নির্বাচনে দুই পর্যায়বিশিষ্ট স্তরায়িত নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ
  - সারা দেশের ৪৪টি জেলায় কার্যক্রম পরিচালনাকারী আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং স্থানীয় সংস্থাগুলোকে দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন
- নমুনার আকার:
  - ১১৭টি সংস্থার কাছে প্রশ্নপত্র প্রেরণ; চূড়ান্তভাবে ৭৪টি সংস্থার (৯টি আন্তর্জাতিক, ২৩টি জাতীয় এবং ৪২টি স্থানীয়) জরিপে অংশগ্রহণ

উপকারভোগীর নমুনায়ন

- টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ অনুযায়ী এনজিও খাত হতে সেবাগ্রহণকারী সারা দেশের সর্বমোট ৬,২৮১টি খানা হতে এক পর্যায়বিশিষ্ট স্তরায়িত নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে নমুনা নির্বাচন
- নমুনার আকার: সর্বমোট ৭৫০ জনের মধ্যে চূড়ান্তভাবে ৫৮৯ জন জরিপে অংশগ্রহণ করেছে
- নমুনা নির্বাচনে নিয়মতান্ত্রিক দৈবচয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে

গবেষণার ফলাফল

বেসরকারি সংস্থাসমূহের উদ্যোগ গ্রহণের সময় (ফেব্রুয়ারি-নভেম্বর ২০২০)

- গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে ৭৭.৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠান করোনা সংকটের প্রথম তিন মাসে (মার্চ-জুন ২০২০) এবং ২২.৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠান পরবর্তী ছয় মাসের (জুন-নভেম্বর ২০২০) মধ্যে তাদের কার্যক্রম শুরু করে
- যেসব প্রতিষ্ঠান তুলনামূলক দেরিতে (জুন-নভেম্বর ২০২০) কার্যক্রম শুরু করেছিল (১৬টি) তাদের প্রায় ১৩টি ছিল স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান এবং প্রায় সকলেই কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তহবিল সংগ্রহ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়

উদ্যোগ গ্রহণের সময় অনুযায়ী বেসরকারি সংস্থাসমূহের হার

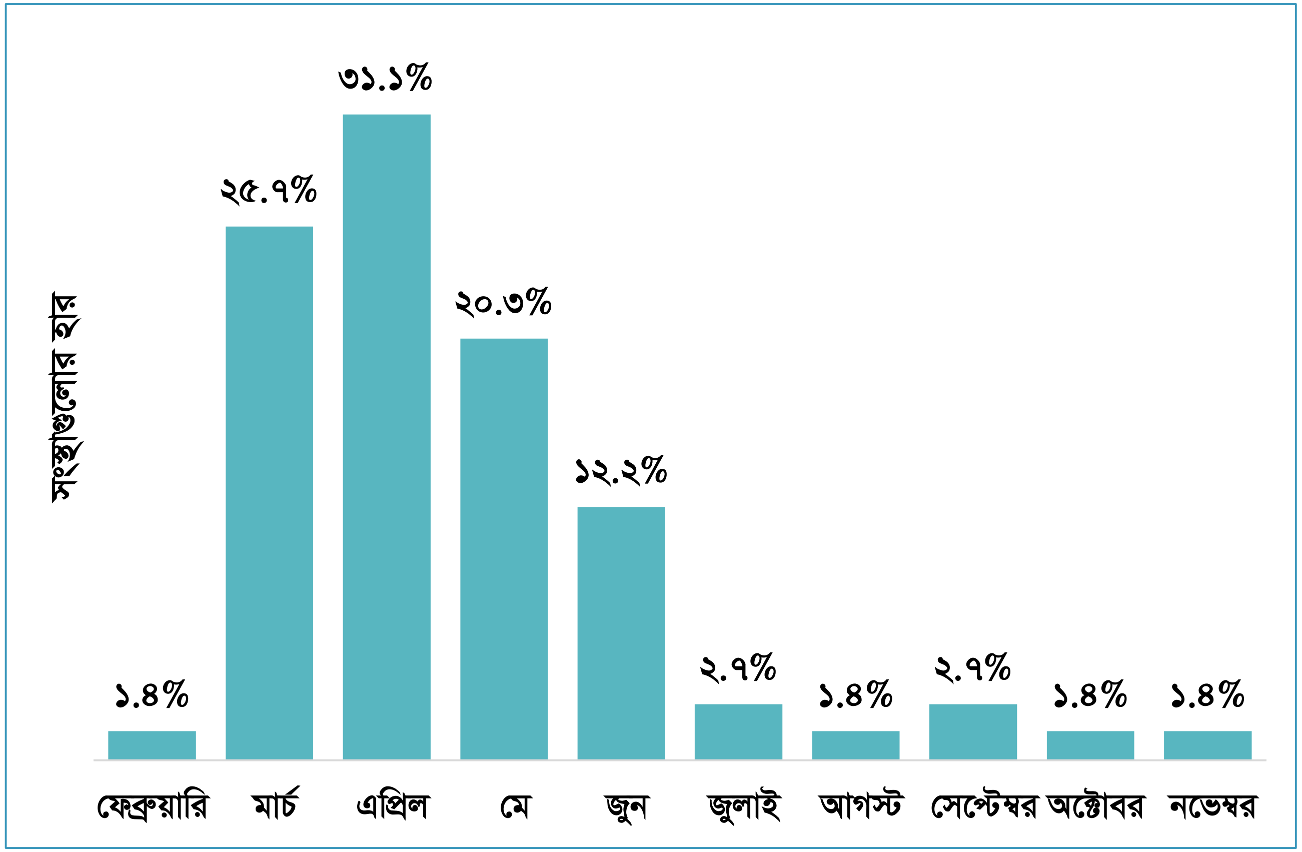

করোনা সংক্রান্ত সচেতনতামূলক কার্যক্রম

- জরিপে অংশগ্রহণকারী ৯৭.৩ শতাংশ (৭২টি) সংস্থা কর্তৃক সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা, মাস্ক পরিধান করা, নিয়মিত ও সঠিক পদ্ধতিতে হাত ধোয়া, ‘লকডাউন’ ও ‘হোম কোয়ারেন্টাইন’ মেনে চলা ইত্যাদি সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ
- সচেতনতা তৈরিতে লিফলেট ও বিশেষ গাইডলাইন বিতরণ, মাইকিং, পোস্টার ও ব্যানার টানানো, হাত ধোয়া প্রশিক্ষণ এবং নিরাপদ দূরত্ব মেনে চলা বিষয়ক ক্যাম্পেইন, গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশ, টক শো প্রচার
- করোনা সংকটের প্রাথমিক পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম স্থগিত থাকায় সংস্থাগুলোর একাংশ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্মীদের উল্লিখিত সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ
- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত উপকারভোগীদের ৪৬ শতাংশ (২৭০ জন) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক গৃহীত সচেতনতা কার্যক্রমের আওতায় এসেছে যাদের মধ্যে ৭২.৫ শতাংশ উপকারভোগী এলাকায় মাইকিং-এর মাধ্যমে এবং ৪৯.১ শতাংশ উপকারভোগী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সচেতনতামূলক বার্তা পেয়েছে

বেসরকারি সংস্থাসমূহের উদ্যোগ ও অবদান...

খাদ্য ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম

- জরিপে অংশগ্রহণকারী সংস্থাসমূহের ৫৫.৪ শতাংশ খাদ্য ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করে
- দুস্থ ও অভাবী মানুষদের মাঝে রান্না করা খাবারসহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী, যেমন চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, চিনি, লবন, তেল, ইত্যাদি বিতরণ
- এছাড়া ৮৩.৮ শতাংশ সংস্থা ত্রাণসামগ্রী (প্যাকেজ) বিতরণ করে; ত্রাণ প্যাকেজের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী, সুরক্ষা সামগ্রীসহ ক্ষেত্রবিশেষে নগদ অর্থও অন্তর্ভুক্ত ছিলো
- স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর একাংশ কোনো ধরনের অনুদানের ওপর নির্ভর না করে নিজেদের উদ্যোগে টাকা সংগ্রহ করে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে
  - উদাহারণস্বরূপ একটি জাতীয় এনজিও ১,৫৪,৬৭০টি পরিবারের মাঝে ১১.৫২ কোটি টাকা মূল্যমানের ২,৪৭৫ মেট্রিক টন খাদ্যসামগ্রী, এবং আরেকটি প্রতিষ্ঠান দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিন ১০,০০০-১,৫০,০০০ বাক্স করে সর্বমোট প্রায় ১ কোটি বাক্স খাদ্য বিতরণ করে

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

- বেসরকারি সংস্থাসমূহের প্রায় ৩৬.৫ শতাংশ (২৭টি) করোনা সংক্রান্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে
- স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের মধ্যে সন্দেহভাজন আক্রান্ত ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহের জন্য বুথ স্থাপন, টেলিকাউন্সেলিং, হাসপাতালে অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ, অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান, আইসোলেশন ইউনিট স্থাপন, কোভিড ডেডিকেডেট ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন, আইসিইউ সেবা চালু ও কোভিড রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য

করোনা সংক্রান্ত সুরক্ষাসামগ্রী বিতরণ

- সংস্থাসমূহের ৮৩.৮ শতাংশ (৬২টি) সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করে
- সুরক্ষা সামগ্রীর মধ্যে পিপিই, হ্যান্ড সেনিটাইজার, জীবাণুমুক্তকরণ কক্ষ ও হাত ধোয়ার পয়েন্ট স্থাপন উল্লেখযোগ্য
  - উদাহারণস্বরূপ একটি আন্তর্জাতিক এনজিও এক কোটি ৩০ লক্ষ মাস্ক এবং ৩০ লক্ষ সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করে; অন্যদিকে একটি জাতীয় এনজিও চিকিৎসকদের জন্য ২ কোটি ৮৭ লক্ষ ৬০ হাজার ২০০ টাকা ব্যয়ে ২০ হাজার ৫৪৩ সেট ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) প্রদান করে

বেসরকারি সংস্থাসমূহের উদ্যোগ ও অবদান...

নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান

- জরিপে অংশগ্রহণকারী ৫৬.৮ শতাংশ (৪২টি) প্রতিষ্ঠান করোনাকালে দুস্থ ও অসহায় মানুষকে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করে
- ত্রাণ প্যাকেজের সাথে একত্রে এবং পৃথকভাবে এই নগদ অর্থ প্রদান
- কিছু প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কর্মীদের ১ দিনের বেতন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান
- করোনা সংকটের শুরুর দিকে একটি এনজিও প্রায় ৬০ কোটি টাকা নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করে

করোনা বিষয়ক গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম

- করোনাকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণার পাশাপাশি পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গবেষণা ও দ্রুততার সাথে সেগুলোর ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন
- একটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক করোনা বিষয়ক ১৬টি গবেষণার কাজ সম্পন্ন এবং ৩২টি গবেষণার কাজ বর্তমানে চলমান; তাদের ২২০ জন কর্মকর্তার বর্ধিত বেতন আর বোনাসের টাকা গবেষণার কাজে ব্যয়

বেসরকারি সংস্থাসমূহের উদ্যোগ ও অবদান...

লাশ দাফন ও সৎকার

- ৯.৫ শতাংশ (৭টি) প্রতিষ্ঠান করোনায় মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন ও সৎকারে ভূমিকা পালন করেছে
- লাশ দাফন ও সৎকারে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আল মারকাজুল, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, আল মানহিল ও রহমতে আলম সমাজসেবা সংস্থা উল্লেখযোগ্য
- আল মারকাজুল ২৮ মার্চ ২০২০ হতে শুরু করে ৮ জুলাই ২০২১ পর্যন্ত করোনায় মৃত ৪,৯৯৫ জনের লাশ দাফন বা সৎকার করে

"সুরক্ষা পোশাক- পিপিই, হাতে গ্লাভস, চোখে চশমাসহ পুরো পোশাক পরে গরমের মধ্যে কাজ করা যে কতটা কষ্টসাধ্য তা বলে বোঝানো যাবে না। দমবন্ধ হয়ে আসে এককে সময়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে লাশ নিয়ে রাজধানীর তালতলা কবরস্থানে কবর দেওয়া পর্যন্ত বেশির ভাগ সময় মৃত ব্যক্তিদের স্বজনেরাও কাছে আসেন না ভয়ে। তবে আমরা ভয় পাই না। এই মৃত ব্যক্তিরাতো আমাদেরই কারও না কারও স্বজন।"

- লাশ দাফন ও সৎকারের কাজে নিয়োজিত একজন স্বেচ্ছাসেবী

বেসরকারি সংস্থাসমূহের উদ্যোগ ও অবদান...

অভিবাসীদের জন্য গৃহীত কার্যক্রম

- করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ফলে কর্মহীন প্রবাসী শ্রমিকদের রেমিট্যান্স সংকট, অভিবাসন-প্রত্যাশী বা ছুটিতে থাকা প্রবাসীদের কর্মস্থলে যোগ দিতে না পারা, বিভিন্ন রাষ্ট্র হতে প্রবাসীদের ফেরত পাঠানোসহ বিভিন্ন সংকটে কিছু সংস্থা কর্তৃক সহযোগিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ
- গৃহীত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসী ও তাদের পরিবারকে অর্থ সহায়তা, পুনর্বাসন করা, আইনি সহায়তা ও কাউন্সেলিং সেবা প্রদান উল্লেখযোগ্য
- এছাড়া কিছু প্রতিষ্ঠান বিদেশ হতে প্রত্যাগতদের বকেয়া পাওনা পরিশোধের বিষয়ে অধিপরামর্শ কার্যক্রম গ্রহণ এবং কোয়রেন্টাইনের জন্য সরকারকে আবাসন কক্ষ প্রদান করে

প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ বিতরণ

- বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অন্যান্য খাত/ প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা তুলনামূলকভাবে অধিক কার্যকরভাবে প্রান্তিক ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঋণ বিতরণ করেছে
- প্রান্তিক ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত ৩,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে বিতরণের জন্য প্রায় ২,৭৭৩.৮৪ কোটি টাকার বরাদ্দ অনুমোদন এবং ১৮৪টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২,১৩৭.৮১ কোটি টাকা বিতরণ
- এসব সংস্থার মাধ্যমে প্রান্তিক ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর ৩ লাখ ৬০ হাজার ৬৩৬ জনের গড়ে ৪২ হাজার ৯২৫ টাকা প্রণোদনা ঋণ প্রাপ্তি; এর মধ্যে নারীর সংখ্যা ৩ লাখ ২৪ হাজার ৫৬০
- তদারকি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মতে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায় নি

বেসরকারি সংস্থাসমূহের উদ্যোগ ও অবদান...

সরকারের কর্মসূচি বাস্তবায়নে অংশীজন হিসেবে ভূমিকা পালন

- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ৬৮ শতাংশ (৫০টি) করোনা পরিস্থিতিতে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচিতে ভূমিকা পালন করে
  - ৯২ শতাংশ প্রতিষ্ঠান সরকারের করোনা বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ছিল
  - ৬৪ শতাংশ প্রতিষ্ঠান ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ছিল
  - ৪৪ শতাংশ প্রতিষ্ঠান আর্থিক সহায়তামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে
  - প্রায় এক তৃতীয়াংশ সংস্থা করোনা সংক্রান্ত স্বাস্থ্যসেবার সাথে যুক্ত ছিল
  - ৪ শতাংশ প্রতিষ্ঠান করোনায় আক্রান্ত মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন বা সৎকার কার্যক্রমে সরকারের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করেছে

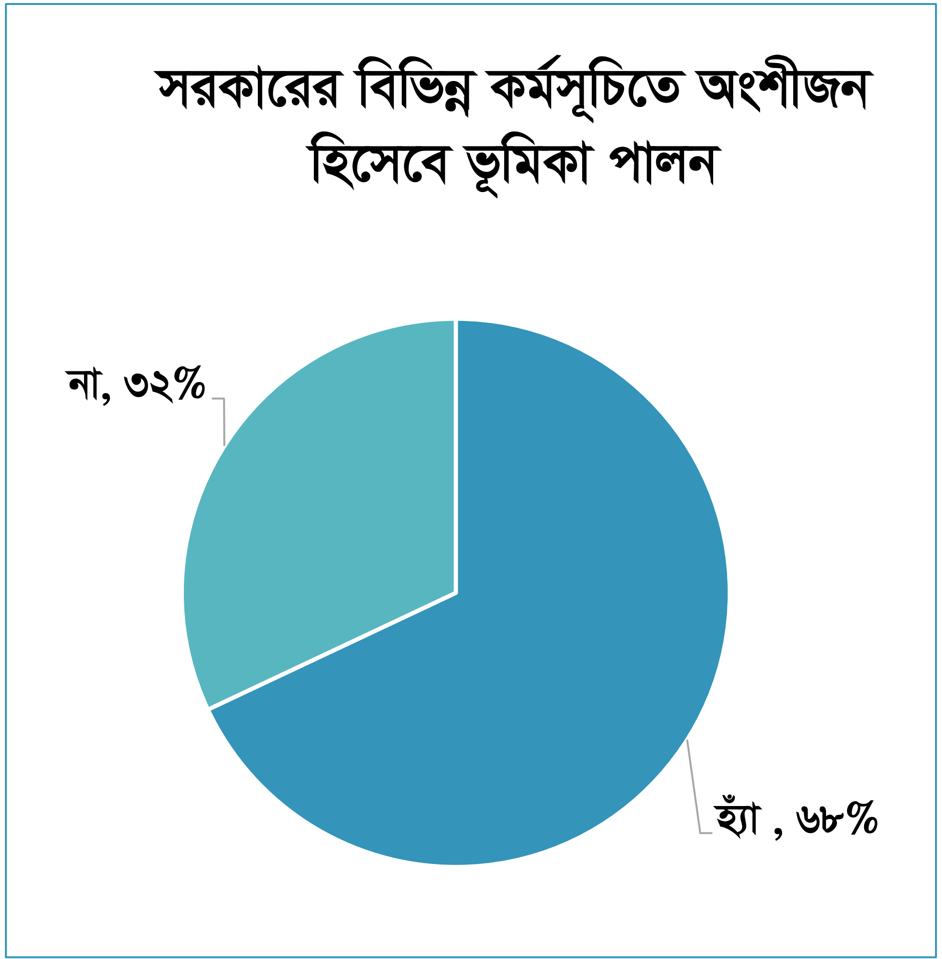

- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬৬.২ শতাংশ (৪৯টি) প্রতিষ্ঠান করোনা সংকট মোকাবেলায় মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোনো না কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে

মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্র

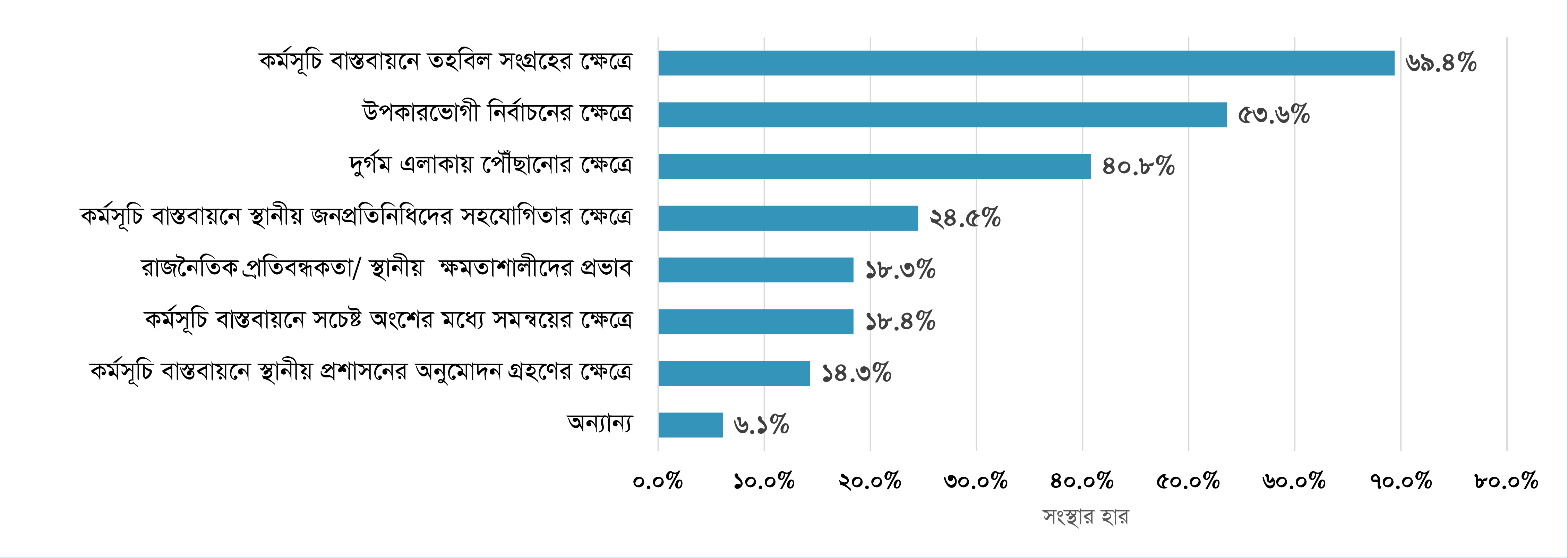

বেসরকারি সংস্থাসমূহের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ...

কর্মসূচি বাস্তবায়নে তহবিলের উৎস

- একটি গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, ৪৬ শতাংশ এনজিও'র নিজস্ব কোনো নিয়মিত অর্থের উৎস নেই
- জরিপে অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলোর কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রায় দুই তৃতীয়াংশের বেশি সংস্থার তহবিলের মূল উৎস ছিল সাধারণ তহবিল ও চলমান প্রকল্প/প্রকল্পসমূহের তহবিল
- প্রতিষ্ঠানগুলোর ৩৬.৫ শতাংশ কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নতুন তহবিলে কাজ করেছে

কর্মসূচি বাস্তবায়নে তহবিলের উৎস অনুযায়ী সংস্থাগুলোর হার

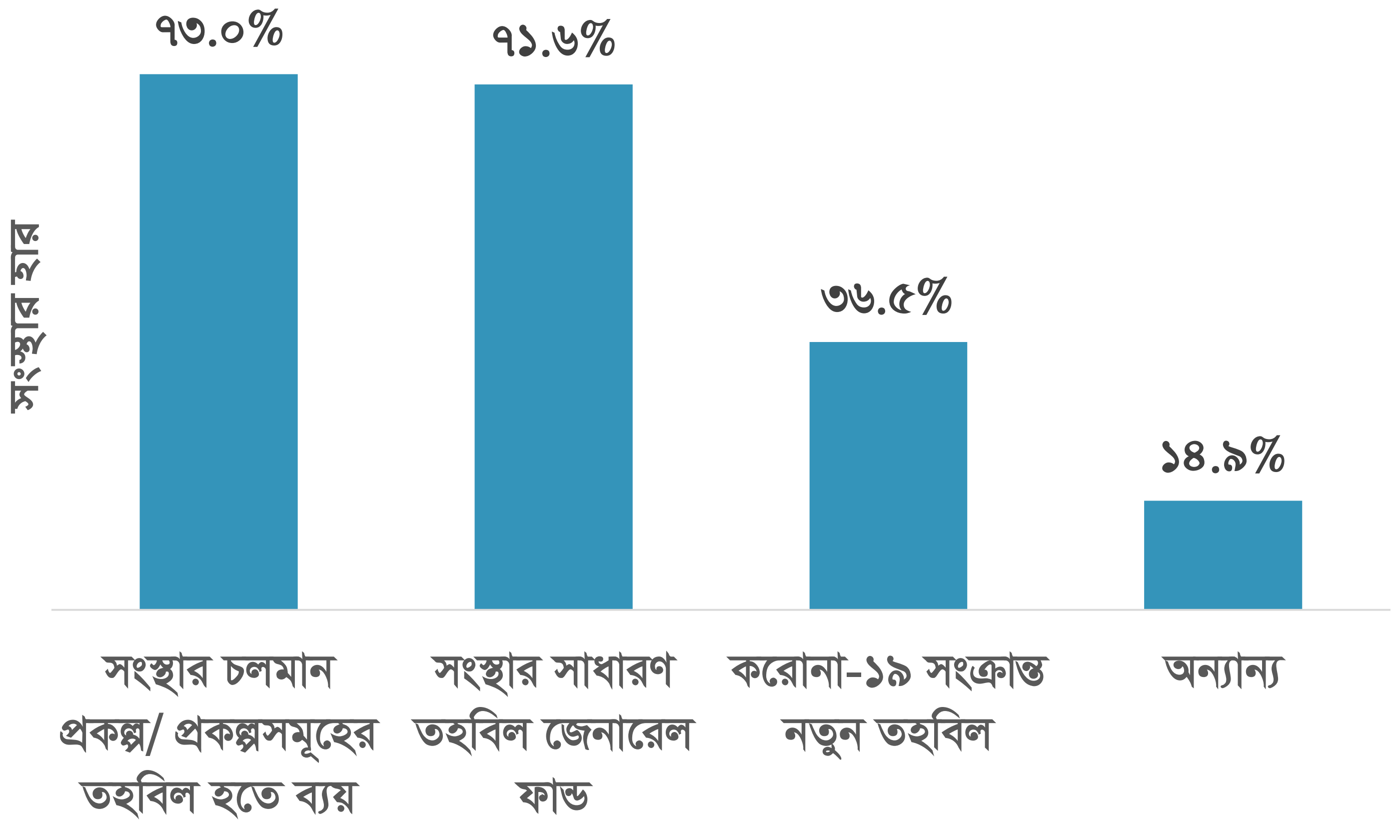

বেসরকারি সংস্থাসমূহের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ...

চলমান প্রকল্প হতে দাতা সংস্থা কর্তৃক তহবিল কর্তন

- জরিপকালীন সময়ে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ৮৩.৭ শতাংশের (৬২টি) কোনো না কোনো দাতা সংস্থার অর্থায়নে চলমান প্রকল্প ছিল
- এর মধ্যে ৩৫ শতাংশ (২২টি) প্রতিষ্ঠানের চলমান প্রকল্প থেকে দাতা সংস্থা কর্তৃক গড়ে প্রায় ২৫% তহবিল হ্রাস
- তহবিল হ্রাসের ফলে -
  - অধিকাংশ সংস্থার (৮৭%) প্রকল্পের ব্যয় সংকোচন
  - ৫৪.৫ শতাংশ সংস্থার কর্মীদের বেতন-ভাতা হ্রাস
  - ৪০.৫ শতাংশ সংস্থার চলমান প্রকল্প স্থগিত
  - ৩৬.৪ শতাংশ সংস্থা কর্তৃক কর্মী ছাঁটাই

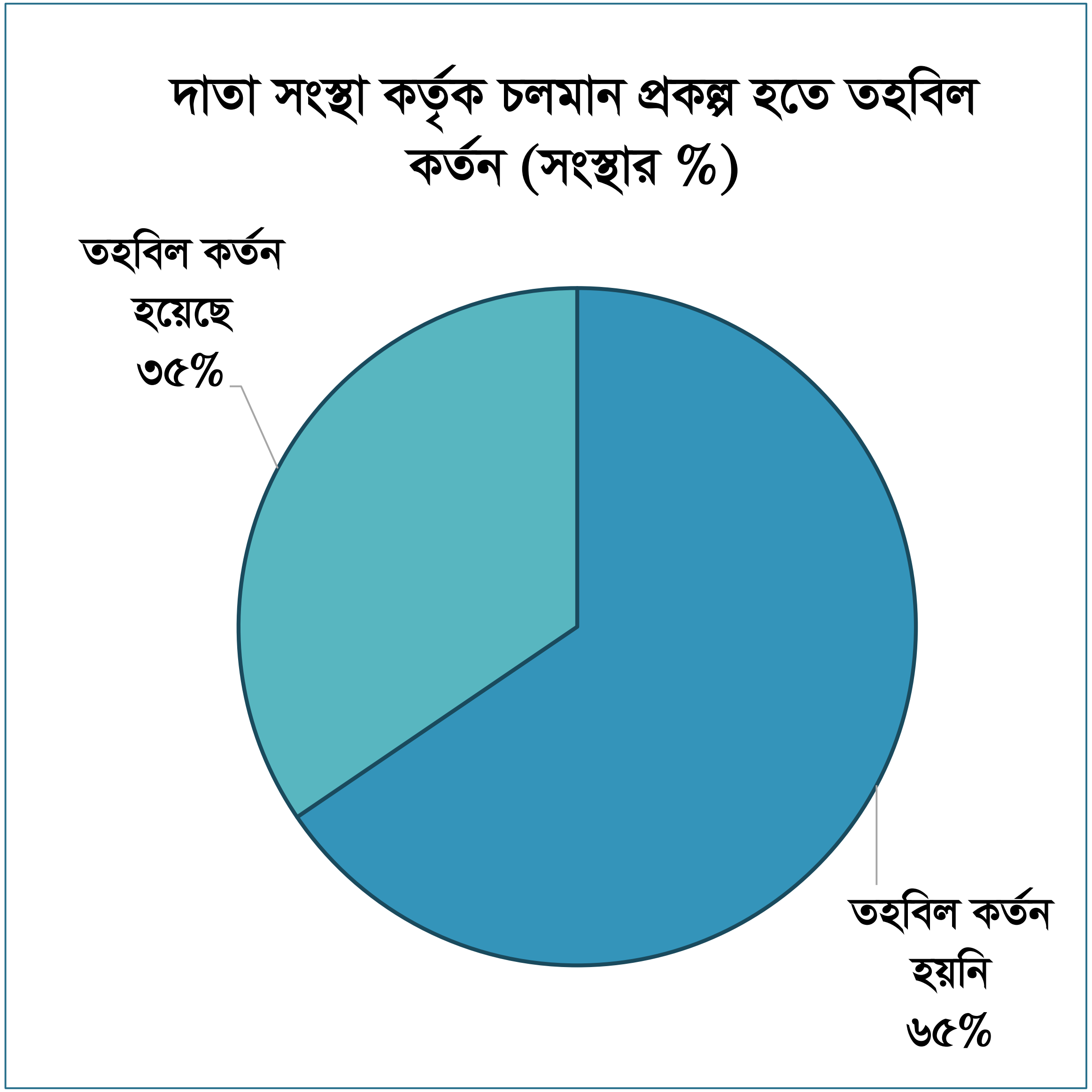

বেসরকারি সংস্থাসমূহের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ...

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে তহবিল সংকট

- নিজস্ব উপার্জন বা অর্থের উৎস আছে এমন এনজিওগুলোর মধ্যে ৫০ শতাংশেরই আয়ের মূল উৎস ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম
- করোনাকালীন বিভিন্ন মেয়াদে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বন্ধ থাকায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে তুলনামূলকভাবে বেশি আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়তে হয়েছে
- স্বাভাবিক সময়ে (২০১৮-১৯ অর্থবছরে) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৩১৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে; করোনাকালীন (মার্চ ২০২০ - জুন ২০২১) প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকা কম বিতরণ
- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, তহবিল সংকটের কারণে করোনাকালীন প্রায় ৫০০ কোটি টাকার সামাজিক কার্যক্রম বন্ধ ছিল
- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৫৪ শতাংশ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত এবং করোনাকালে সকল প্রতিষ্ঠানই কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে

ত্রাণের উপকারভোগী তালিকা প্রণয়নে চ্যালেঞ্জ

- গবেষণায় অংশগ্রহণকারী অর্ধেকেরও বেশি (৫৩.৬ শতাংশ) সংস্থা ত্রাণের তালিকায় উপকারভোগী নির্বাচনে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে
  - স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের প্রভাবের কারণে উপযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও উপকারভোগী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হওয়া
  - কিছু ক্ষেত্রে তালিকা প্রণয়নে স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপের অভিযোগঃ কোনো কোনো ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে তাদের তৈরি তালিকা অনুসরণ করানোর অভিযোগ; গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ২টি প্রতিষ্ঠান জেলা প্রশাসন কর্তৃক উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ করে
  - ক্ষেত্রবিশেষে দলিত জনগোষ্ঠীর তালিকা প্রণয়নে দলিত কমিউনিটির নেতা কর্তৃক পরিচিতজনদের তালিকাভুক্ত করতে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ
  - ত্রাণপ্রার্থীদের হার বেশি থাকার কারণে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়

“সীমিত অর্থ দিয়ে অনেক মানুষকে সহায়তা করার সুযোগ ছিল না। অনেকে বঞ্চিত ছিল, কিন্তু অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রদানের পরও সুবিধাভোগীদের অনেকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তাছাড়া স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করে ত্রাণ ও খাদ্য সামগ্রী প্রদান করতে হয়। এক্ষেত্রে কর্মসূচি পরিকল্পনায় পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী তথা দলিত, হরিজন, তৃতীয় লিঙ্গ- এদের বাদ দিয়ে প্রশাসন হতে প্রদত্ত তালিকা অনুসরণ করতে বলা হয়। এটিও একটি বড় ধরনের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ।”

- এনজিও প্রতিনিধি

করোনা সংক্রান্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে শুদ্ধাচার

- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত মুখ্য তথ্যদাতাদের মতে বেসরকারি সংস্থাগুলোর তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয়ে তেমন কোনো অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়নি; তবে গবেষণার অন্যান্য সূত্রানুসারে একটি এনজিওর ক্ষেত্রে ব্যত্যয় পরিলক্ষিত

স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্পে একটি এনজিও'র অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ

- প্রকল্প বিষয়ক বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অনুপস্থিত স্থানীয় পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, স্বাস্থ্যকর্মীদের স্বাক্ষর জালিয়াতির মাধ্যমে সম্মানী ও প্রশিক্ষণভাতা আত্মসাৎ
- বরাদ্দকৃত আপ্যায়ন খরচের এক তৃতীয়াংশ খরচ করে বাকি অংশ ভুয়া বিল-ভাউচারের মাধ্যমে আত্মসাৎ
- ভুয়া বিল ভাউচার তৈরি করতে সংস্থার কর্মীদেরকে উৎসাহিত করা
- মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের প্রকল্প সম্পর্কে যথাযথ ধারণা না দিয়েই কর্ম এলাকায় পাঠানো
- কর্মসূচিতে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি

▪গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত এনজিও উপকারভোগী যাদের করোনা সংকটকালে সাহায্যের প্রয়োজন ছিল তাদের ১৪% (৮১ জন) সাহায্য পাওয়ার জন্য কোনো না কোনো বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার তালিকাভুক্ত হয়েছিল

▪তালিকাভুক্তদের ৩২ শতাংশ তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমস্যা বা অনিয়মের অভিযোগ করেছে

-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তদবির করতে হয়েছে তালিকাভুক্তদের ২০ শতাংশকে

-কেউ কেউ স্বজনপ্রীতি এবং তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ত্রাণ না পাওয়ার অভিযোগ করেছে; তবে কাউকে ঘুষ দিতে হয়নি

▪উল্লিখিত সমস্যা ও অনিয়মের শিকার হওয়া উপকারভোগীদের ২৬ জনের মধ্যে ৯ জন সংশ্লিষ্ট সংস্থাতে অভিযোগ দায়ের করেছিল

-সবার অভিযোগ গ্রহণ করা হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে ঘাটতি

- কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ সংস্থাই করোনাকালীন গৃহীত কর্মসূচির ধরন, আওতা, ব্যয়, উপকারভোগীর তথ্য সংস্থার ওয়েবসাইটে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করে নি

  - কর্মসূচির ধরন দেওয়া থাকলেও তার আওতা ও ব্যয় উল্লেখ করে নি

করোনাকালীন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অনিয়ম

- করোনাকালীন বিভিন্ন মেয়াদে ক্ষুদ্রঋণের কিস্তি আদায় বন্ধ রাখা ও সুবিধাজনক সময়ে ঋণ বা কিস্তি পরিশোধের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলোর একাংশ কর্তৃক ঋণের কিস্তি আদায়ের অভিযোগ
- জরিপে অংশগ্রহণকারী উপকারভোগীর ৭১ শতাংশ (৪১৮ জন) কোনো না কোনো এনজিও'র ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের নিয়মিত উপকারভোগী। এদের মধ্যে প্রায় ২৬ শতাংশ করোনাকালীন ঋণের কিস্তি পরিশোধে সমস্যার সম্মুখীন হন
- সেবাগ্রহীতাদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এমআরএ কর্তৃক ১ জন পরিচালক ও ৮ জন উপপরিচালকের সমন্বয়ে একটি মনিটরিং সেল গঠন করা হলেও অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির কোন নথি সংরক্ষণ করা হয়নি

"হামরা কছি যে, তিন মাস লকডাউন দিচে, আপনে ট্যাকার চাপ দ্যান ক্যা? হামি বলতেছি যে, হামার স্বামী বাইরে আছে দিবার পারতেছে না। এরা শোনেই না। হামি তারপর বলছি যে, আপনে কি কিস্তির জন্যে গলাত দড়ি দিবার কচ্ছেন হামাক? কয় না না গলাত দড়ি দেবেন ক্যা, আপনি চেষ্টা করেন। তো চেষ্টা করলে কোটে পাওয়া যায় কন। এই মুহুর্তে কাম করলেই মানুষ ট্যাকা পাচ্ছে না।"

- একজন ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা

কিস্তি পরিশোধের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতারা যেসকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তার বিন্যাস

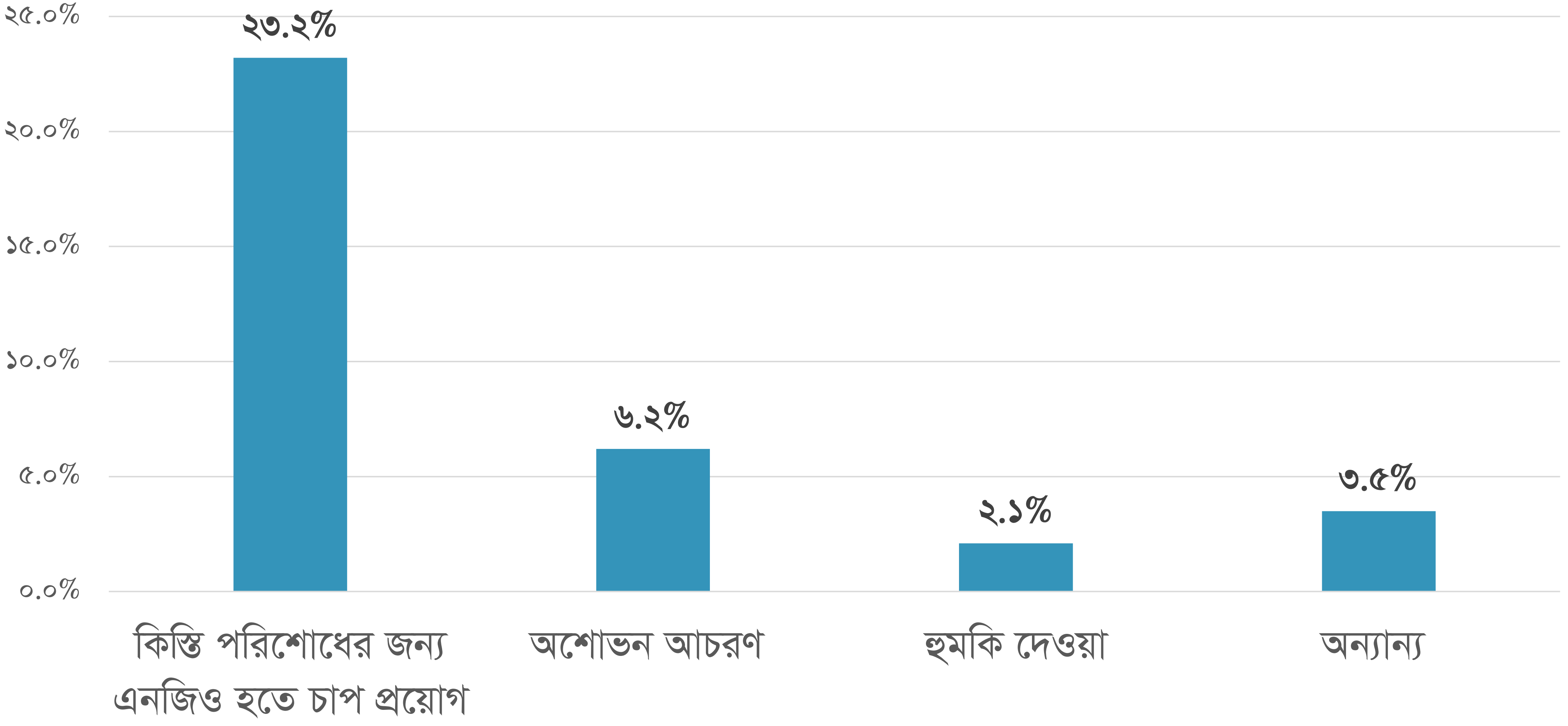

করোনা সংক্রান্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে শুদ্ধাচার...

কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সমন্বয়

- করোনাকালীন সংকট মোকাবেলার প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সমন্বয়ের ঘাটতি
  - স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত না করা
  - ক্ষেত্রবিশেষে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ব্যস্ততা বা সময় না দেওয়া
  - কিছু ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় না থাকা
  - উপজেলা পর্যায়ে এনজিও সমন্বয় সভা নিয়মিত না হওয়া
- সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে উপকারভোগী তালিকায় একই ব্যক্তিকে একাধিকবার অন্তর্ভুক্ত করা, দুস্থ ও অভাবী লোকদের ত্রাণ না পাওয়া
- পরবর্তীতে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, ত্রাণ ও নগদ অর্থ বিতরণ, করোনায় মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন ও সৎকারসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় লক্ষণীয়; ত্রাণ সরবরাহে সমন্বয়হীনতার এড়ানোর জন্য ব্র্যাক কর্তৃক আরবান স্লাম ম্যাপ প্রণয়ন
- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলোর ২৮.৪ শতাংশকে (২১টি) করোনা সংকটকালে স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি ত্রাণ কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে গঠিত বিভিন্ন কমিটিতে যুক্ত করা হয়েছে

তদারকি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগীদের ভূমিকা

- করোনা সংকটের প্রাথমিক পর্যায়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর নতুন ও চলমান প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়ার জন্য অনলাইন কার্যক্রম চালু
- করোনাকালীন উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ১৭৮টি এনজিও'র ২২৮টি প্রকল্পের (এফডি-৭) বিপরীতে দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত মোট ৪২৬ কোটি টাকা অনুমোদন ও অর্থ ছাড়
- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৯০ শতাংশ প্রতিষ্ঠান স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি গ্রহণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়নি
- ২৭টি সংস্থা কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নতুন তহবিলে কাজ করেছে; এর মধ্যে ২৩টি সংস্থা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হতে প্রকল্পের অনুমোদনের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়নি

"এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরোর অনলাইন অনুমোদন বেশ কার্যকর ছিল। এফডি-৭ এর একটি অনুমোদন ২৪ ঘন্টার মধ্যে পেয়ে যাই যা ছিল অভাবনীয়।"

- এনজিও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা

তদারকি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগীদের ভূমিকা...

- এমআরএ কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান
  - অফিস জীবাণুমুক্ত রাখা, করোনাকালীন কিস্তি আদায়ে জোর না করা, করোনাকালীন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত কর্মীদের চাকুরিচ্যুত না করা, সমিতির সভা বা উঠান বৈঠক বন্ধ রাখা, ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেনদেন বাড়ানো
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পক্ষ থেকে অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধনকৃত ৫৬ হাজার বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাকে প্রতিদিন অন্তত দু'টি পরিবারের নিকট প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার আহবান জানিয়ে চিঠি দেওয়া
- কোভিড-১৯ অতিমারী সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশের সরকার কর্তৃক বিশ্বব্যাংকের সাথে মোট ১.০৪ বিলিয়ন ডলারের তিনটি অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষর; চুক্তির লক্ষ্য
  - করোনা টিকাপ্রদান কর্মসূচির ব্যাপক সম্প্রসারণসহ অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ত্বরান্বিত করা
  - করোনা শনাক্ত, প্রতিরোধ ও এর চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা
- জাতিসংঘের সেন্ট্রাল ইমার্জেন্সি রেসপন্স তহবিল (সিইআরএফ) কর্তৃক বাংলাদেশে করোনা সংকট মোকাবেলায় সাড়াদানকারী তিনটি জাতীয় এবং দু'টি আন্তর্জাতিক সংস্থাকে প্রায় ২৬ কোটি টাকা অনুদান

গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- কোভিড-১৯ সংকট মোকাবেলায় সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অংশীজন হিসেবে বেসরকারি সংস্থাসমূহের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন
- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তহবিল ও চলমান প্রকল্পের তহবিল ছাড়াও সাধারণ তহবিল হতে ত্রাণ ও খাদ্য সহায়তা, নগদ অর্থ বিতরণ, সচেতনতামূলক কার্যক্রম, স্বাস্থ্যসেবা ও সুরক্ষাসামগ্রী প্রদান, লাশ দাফন ও সৎকারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সংস্থার দ্রুততার সাথে সাড়া প্রদান
- সরকার-ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ হতে প্রান্তিক ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলো তুলনামূলক বেশি কার্যকর ছিল
- নিয়মিত আয়ের উৎস না থাকা, দাতা সংস্থা কর্তৃক তহবিল কর্তন এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হওয়ায় করোনা সংকট মোকাবেলায় কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংস্থাগুলোর তহবিল সংকট ছিল মূল চ্যালেঞ্জ
- করোনার মতো সংকটের সময়েও ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়নে স্থানীয় ক্ষমতাশীলদের নেতিবাচক প্রভাব লক্ষণীয়

গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ...

- কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ বেসরকারি সংস্থার করোনা কর্মসূচি সংক্রান্ত তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো অনিয়ম চিহ্নিত না হলেও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ঘাটতি
- করোনাকালীন বিভিন্ন মেয়াদে ক্ষুদ্র ঋণের কিস্তি আদায় বন্ধ রাখার নির্দেশনা থাকলেও কিছু সংস্থার বিরুদ্ধে কিস্তি আদায়ে চাপ প্রয়োগের অভিযোগ
- করোনাকালীন প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়হীনতা দেখা গেলেও পরবর্তীতে স্বাস্থ্যসেবা, ত্রাণ বিতরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে সমন্বয়ের উন্নয়ন ঘটেছে
- বেসরকারি সংস্থা ও তদারকি সংস্থার অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থায় ঘাটতি

সুপারিশমালা

১. করোনাকালে তৃণমূল পর্যায়ে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রমের (সচেতনতা বৃদ্ধি, খাদ্য সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা, নগদ অর্থ সহায়তা এবং ত্রাণ তৎপরতা) ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং সমন্বয় সাধন করতে হবে

২. বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক করোনাকালীন গৃহীত কর্মসূচির ধরন, আওতা, ব্যয়, উপকারভোগীর তথ্য ইত্যাদি স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ ও নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে

৩. করোনাকালীন মাঠ পর্যায়ে বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম বিশেষত উপকারভোগীদের ত্রাণ সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে তদারকি সংস্থা কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে

৪. কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা নিরসনে তদারকি সংস্থা কর্তৃক উপকারভোগীদের তথ্য সংবলিত একটি সমন্বিত ডাটাবেজ ও ডিজিটাল ম্যাপ তৈরি করতে হবে

৫. যেকোনো দুর্যোগ পরিস্থিতি সফলভাবে মোকাবেলায় সরকারকে শুরু থেকেই কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সকল এনজিও নেটওয়ার্ক/প্ল্যাটফর্মকে সাথে নিয়ে একটি যৌথ সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে

সুপারিশমালা...

৬. করোনা সংকট মোকাবেলায় দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সরকার ও দাতা সংস্থাগুলোর কর্মপরিকল্পনায় স্থানীয় পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে এবং কর্মসূচিতে অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জীবিকায়ন ও সামাজিক সুরক্ষা খাতের আওতা বৃদ্ধি করতে হবে

৭. বিভিন্ন দুর্যোগে বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক সাড়াপ্রদান কার্যক্রম পরিচালনের জন্য সরকার কর্তৃক এবং দাতা সংস্থা কর্তৃক দুটি ভিন্ন তহবিল গঠন করতে হবে

৮. বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বিবেচনায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিশেষকরে টিকা নিবন্ধন কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে

৯. আর্থিক ঝুঁকিতে পড়া স্থানীয় পর্যায়ের সংস্থাগুলোকে টিকে থাকার জন্য সরকার ও দাতা সংস্থা কর্তৃক নীতি সহায়তা ও আর্থিক প্রণোদনা দিতে হবে

১০. ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে করোনাকালীন সংকট মোকাবেলায় সহজ শর্তে, স্বল্প সময়ে, কম সুদে ঋণ প্রাপ্তির ধারাবাহিকতার পাশাপাশি ঋণগ্রহীতা সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বাজারজাতকরণের সুবিধা প্রদান করতে হবে

ধন্যবাদ